# রহস্য সংগ্রহ

## ১

বাণীব্রত চক্রবর্তী

লিইবার ফিয়েরা

কাল মৃগয়া ১১
পঞ্চাশ লিপি এক চরণ ৪০
ড্রপার ৭৩
আপ্তে থিয়েটার ৯৯
জপমালা কুহেলিকা ১২৭
বসন্তবাহার ১৫৩

# কাল মৃগয়া

বাড়িটা ভারি সুন্দর। এমন অপরূপ আকাশি রঙের বাড়ি অগ্নিবর্ণ খুব বেশি দেখেনি। একটু আগে বাড়িটার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে সিগারেট ধরাবার জন্য থমকে দাঁড়িয়েছিল। নীচু পাঁচিলের ওপাশে ফুলের বাগান। নানারকম ফুল ফুটে আছে। মেইন গেট দিয়ে ঢুকে একটু হাঁটলেই মূল ভবন। দু'টি সোপান পেরিয়ে দামি কাঠের পালিশ করা দরজা। সোনার মতো উজ্জ্বল পেতলের কড়া। ফুলবাগানে কদম গাছ। এই শ্রাবণে রঙিন তুলোর বলের মতো কদমের শাখায় শাখায় ফুল ফুটে আছে। গাছের নীচে সবুজ ঘাসে কয়েকটি বর্তুল ফুল পড়ে আছে।

পাঁচিলের উচ্চতা পাঁচ-সাত। অগ্নিবর্ণ পাঁচ এগারো। সাত্যকির হাইট ছ'ফিট। কালো রঙের লোহার দরজা বন্ধ। এই মেইন গেটের বাঁদিকের পাঁচিলের গায়ে পাথরের ফলকে বাড়িটার নাম লেখা আছে 'সোনার হরিণ।' বাড়ির নাম কখনও এমন হয়? ডানদিকে পাঁচিলের গায়ে পাথরের ফলকে লেখা রক্তপলাশ রায়। নামের নীচে বাড়ির ঠিকানা। সব লেখা বাংলায়। অগ্নিবর্ণ সিগারেট ধরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে গোয়েঙ্কা ম্যানসনের গায়ে চায়ের দোকানে এসে বসল। দুপুর তিনটে চল্লিশ। এখান থেকে বাড়িটাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চা খেতে খেতে সোনার হরিণের দিকে তাকিয়ে রইল সে। দোতলায় একটা জানলা খোলা। হালকা আকাশি রঙের পর্দা। ঘরের ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না। অগ্নিবর্ণ মুখ নীচু করে চায়ে পরপর তিনটে চুমুক দিল। মুখ তুলে দেখল জানলাটা বন্ধ হয়ে গেছে।

অগ্নিবর্ণ ধীরেসুস্থে চা শেষ করল। তারপর বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইল! কিছুক্ষণ পর কালো গেট খুলল। এক ভদ্রমহিলা বাড়ি থেকে বেরলেন।

# পঞ্চাশ লিপি এক চরণ

স্কুলে বড়দিনের ছুটি। সাত-আট দিন কোথাও ঘুরে আসা যায়। কোথায় যাওয়া যেতে পারে সেই নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। একটু আগে এক বাটি মাখা মুড়ি দু'জনে ভাগ করে খেয়েছে। সেই সঙ্গে চা। শীতকাল। দশ মিনিট বাদে পাঁচটা বাজবে। অথচ মনে হচ্ছে এর মধ্যে সন্ধে হয়ে গেছে।

অগ্নিবর্ণ বলল, "গ্যাংটক থেকে ঘুরে আসি। ওখান থেকে পেলিংয়ে যাব।"

সাত্যকি মাথা নাড়ে, "না। সাতদিনে গ্যাংটক বেড়ানো হয় না। বরং কাছাকাছি দার্জিলিংয়ে যাওয়া যায়।"

অগ্নিবর্ণ বলল, "সত্যিই তো! দার্জিলিংয়ের কথাটা মাথায় আসেনি! জানিস খুব ছোটবেলায় একবার দার্জিলিং গিয়েছিলাম। কিচ্ছু মনে নেই।" টেবিলের ওপর সাত্যকির ফোনটা বেজে উঠল।

ফোন তুলে সাত্যকি যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। ওদিকে অগ্নিবর্ণের মন নেই। সে দার্জিলিংয়ের কথা ভাবছে। কিছুদিন আগে বাড়িতে নব্বই বছরের দাদুর সঙ্গে বসে টিভিতে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ফিল্মটা দেখেছে। দাদুরই তাগিদে আবার 'দার্জিলিং জমজমাট' বইটা পড়েছে। সত্যজিৎ রায় দুটি মাধ্যমে দু'রকমভাবে দার্জিলিংকে তুলে ধরেছেন।

ফোন রেখে সাত্যকি ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপন মনে কী ভাবছিস?" অগ্নিবর্ণ যেন এক্ষুনি দার্জিলিংয়ের ম্যাল থেকে সাত্যকির এই তিন তলার ঘরে ফিরে এল। বলল, "ভাবছিলাম দার্জিলিংয়ের কথা। হাতে কিন্তু বেশি সময় নেই। হ্যাঁ রে, ওখানে এখন কেমন ঠান্ডা?"

সাত্যকি ইজিচেয়ার থেকে উঠে অগ্নিবর্ণকে বলল, "সিগারেট দে।"